

জয়পুরহাটে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের হাতে এখনো প্রয়োজনীয় সংখ্যক বই পৌঁছেনি

জয়পুরহাট, ৩০শে জানুয়ারি (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- জয়পুরহাট জেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে নতুন বই সরবরাহ ঠিকমতো না হওয়াতে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে। জেলায় ১ লাখ ৮ হাজার ৭৭২ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য বই এসেছে ৬০ হাজারের মতো। তৃতীয় শ্রেণীর কোন বই এখন পর্যন্ত আসেনি।

জেলার মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৩০টি। এর মধ্যে সরকারি ২৬৩টি এবং বেসরকারি ৬৭টি। জয়পুরহাট সদর থানায় ৯২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৬ হাজার ৮৬৬ জন ছাত্র এবং ১৫,১৪৮ জন ছাত্রী (মোট ৩২০১৪ জন); পাঁচবিবি থানায় ৮২টি বিদ্যালয়ে ১৪,৮৬৮ ছাত্র এবং ১৩,৬৩১ ছাত্রী (মোট ২৮,৪৯৯ জন); ক্ষেতলাল থানায় ৪০টি বিদ্যালয়ে ৬,৮১১ ছাত্র ও ৬,৬৪০ ছাত্রী (মোট ১৩,৪৫১ জন); আকেশপুর থানায় ৬৭টি

বিদ্যালয়ে ৯,৩০৬ ছাত্র ও ৯,১৯৩ ছাত্রী (মোট ১৮,৪৯৯ জন) এবং কালাই থানায় ৪৯টি বিদ্যালয়ে ৯,৪০৮ ছাত্র এবং ৮,৯০১ ছাত্রী (মোট ১৮,৩০৯ জন) রয়েছে। জেলায় ৩৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ লাখ ৮ হাজার ৭৭২ জন ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করছে।

জেলার ১ লাখ ৮ হাজার ৭৭২ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য প্রতিটি বিষয়ে অনুরূপ সংখ্যক সেট বইয়ের প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে ২৮শে জানুয়ারি পর্যন্ত জেলায় এসেছে প্রথম শ্রেণির বাংলা ২৫ হাজার, ইংরেজি ২৫ হাজার, অংক বই মাত্র ৮ হাজার। দ্বিতীয় শ্রেণির বাংলা ১২ হাজার, ইংরেজি ২৪ হাজার, অংক ২৪ হাজার বই। তৃতীয় শ্রেণির কোন বিষয়ের বই আসেনি। চতুর্থ শ্রেণির বাংলা ৮ হাজার, ইংরেজি ৮ হাজার ও অংক ৮ হাজার এবং পঞ্চম শ্রেণির বাংলা ১৫ হাজার, ইংরেজি ১৫

হাজার এবং অংক ১৫ হাজার বই এসেছে। প্রতিটি বিষয়েই ১ লাখ পৌনে ৯ হাজার বই সরবরাহের কথা।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে গত ১০ই জানুয়ারি থেকে থানাগুলোতে (শিক্ষা অফিসে) বই সরবরাহ করা হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে থানা শিক্ষা অফিস থেকে বই সরবরাহ শুরু হয় গত ১৭ই জানুয়ারি থেকে। চাহিদার অর্ধেকের মতো বই সরবরাহ হওয়াতে শিক্ষক-অভিভাবক উভয় মহলই বিরতকর অবস্থায় পড়েছেন। বাজারে এসব বই পাওয়া যায় না। ছাত্রছাত্রীদের বিচ্ছিন্নভাবে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম বই সরকারিভাবে দেয়া হয়েছে। পবিত্র রমজান মাসের ছুটি শেষ হবে আগামী ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে। ফলে জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি- এ দু'টি মাস বই না পাওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হবে।